

সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি

তাহেরা আফরোজ

সমাজবিজ্ঞান (অনার্স ও মাস্টার্স), ঢাবি; বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)
সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ, আজিমপুর, ঢাকা
ভূতপূর্ব, সহকারী অধ্যাপক, কুমুদিনী কলেজ, টাঙ্গাইল
ভূতপূর্ব, সহকারী অধ্যাপক, রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর
ভূতপূর্ব, প্রভাষক, বেগম বদরুন্নেসা সরকারী কলেজ,
ভূতপূর্ব, প্রভাষক, কুমুদিনী কলেজ, টাঙ্গাইল

প্রকাশক

মো. সাখাওয়াত হোসাইন

চিফ কো-অর্ডিনেটর, প্রত্যয় পাবলিকেশন্স;

বিবিএ (অনার্স) ইন একাউন্টিং, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়;

মাস্টার্স ইন পিপিএস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Contact : 01813-945480

E-mail : prottoypublications2010@gmail.com

Website : www.protttoypublications.com

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক

[প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন করে ছাপানো অথবা আংশিক ও হুবহু অনুসরণ করে অন্য কোনো বই প্রকাশ করা কিংবা ফটোকপি করা সম্পূর্ণ নিষেধ।]

কম্পিউটার কম্পোজ : মেহেদী হাসান

প্রচ্ছদ ডিজাইন : ওবায়দুর রহমান

অনলাইন পরিবেশক : www.rokomari.com/prottoypublications

প্রথম প্রকাশ : মে ২০২২

দ্বিতীয় প্রকাশ : নভেম্বর ২০২৪-২৫

মূল্য : ৩৮৫ টাকা

Introduction to Sociology Written by Tahera Afrose (Assistant Professor, Department of Sociology, College of Applied Human Science, Dhaka). Published by Md. Shakhawat Hossain, Prottoy Publications, Azimpur, Dhaka.

First Edition : May 2022. Price Tk : 385.00 US \$ 6.00.

ISBN : 978-984-91843-4-8

Syllabus
Seven Affiliated College Of
University Of Dhaka
for the Sessions 2017-2018 & Onwards

Course Title	Introduction to Sociology		
Course Code	PSY-105	Marks	100

- 1. Introduction to Sociology** : Studying Sociology, Socio-cultural context of the emergence of Sociology, Sociological perspective, Four theoretical issues of Sociology.
- 2. Families and Intimate Relationship** : Types of Family, Types of marriage, The development of family life, Changes in family patterns worldwide, Factors for changes in family patterns, Intimate violence, Divorce and separation, Transformations of intimacy and post modernity
- 3. Power** : Conceptualizing power, Political system, Global spread of democracy and Religion, Global governance, Terrorism
- 4. Stratification and Class** : Systems of Stratification, Theories of class and stratification, Measuring class
- 5. Poverty** : Defining Poverty, Measuring Poverty, Characteristics of poor, Causes of Poverty
- 6. Crime and Deviance** : Basic concepts, Theories of crime, Types of crime, Patterns of crime in Bangladesh
- 7. Introduction to Anthropology** : Meaning and definition of Anthropology, Branches of Anthropology, Methods used in Anthropological Study, Scope of Anthropology in Bangladesh.
- 8. Culture as a Core of Anthropology**: Meaning of culture, Different viewpoints of culture, Different characteristics of culture, Evolution of culture
- 9. Elements of Culture**: Family marriage and kinship, Economics, Politics, Social differentiations
- 10. Religion** : Theories of religion, Beliefs and rituals, Varieties of religion, Religion and social change
- 11. Anthropology and Complex Society**

Syllabus
Seven Affiliated College Of
University Of Dhaka
for the Sessions 2017-2018 & Onwards

Course Title	Sociology and Anthropology		
Course Code	Phil-105	Marks	100

Group A: Sociology

1. Principles of Sociology : Definition of sociology; historical background of sociology; nature and scope of sociology; relation of sociology to other disciplines (anthropology, political science, etc.) **[See chapter-01]**
2. Some social concepts:
 - 2.1 Family: Definition of family, types of family, the common and distinct feature of family, functions of family according to R.M. MacIver, G.P. Murdock, Kingsley Davis, Ogburn and Nimkoff. **[See chapter-02]**
 - 2.2 Community and association: Definition and nature of community and association, similarity and dissimilarity of them, role in our social life. **[See Section-1.6-1.7]**
 - 2.3 Culture and civilization: Definition of culture and civilization, different types of culture, characteristics of culture, similarity and dissimilarity of them, impact of our social life. **[See Chapter-08]**
 - 2.4 Social group: Definition and nature of social group, different types of social group and their relation. **[See Section-1.8]**
 - 2.5 Social stratification: Definition and characteristics of social stratification, different types of social stratification and their importance in our society. **[See chapter-04]**

Group B : Anthropology

1. **Anthropology:** Definition, nature and scope of anthropology Branches of anthropology: physical anthropology, social/ cultural anthropology, linguistics and archaeology. **[see chapter-07]**

2. **Schools of anthropology:** evolutionism, diffusionism, functionalism and structuralism.
3. **Social organization:** marriage— different types of marriage, family— origin of the family, different types of family, kinship and kinship-terminology. Economic organization: primitive economy, nature of property ownership and inheritance in primitive societies. [See chapter-02 and 09]
4. **Origin of religion:** sociological and psychological theory, animism, animatism and other forms of primitive religion, relation between magic, religion and science. [see chapter-10]

বিস্তারিত সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি (INTRODUCTION TO SOCIOLOGY)

১.১	সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন (Studying Sociology)	২১
১.১.১	সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা (Definition of Sociology)	২১
১.১.২	সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি (Nature of Sociology)	২৪
১.১.৩	মাইক্রো ও ম্যাক্রো সমাজবিজ্ঞান (Micro and Macro Sociology)	২৪
১.১.৪	সমাজবিজ্ঞানের পরিধি (Scope of sociology)	২৫
১.১.৫	সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা (Importances of Studying Sociology)	২৮
১.১.৬	সমাজবিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান (Sociology and Science)	৩৩
১.১.৭	সমাজবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান? (Is Sociology a Science?)	৩৬
১.১.৮	সমাজবিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্পর্ক (Relationship with other Social Sciences)	৩৮
	● সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান (Sociology and Anthropology)	৩৯
	● সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Sociology and Political Science)	৪৪
	● সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতি (Sociology and Economics)	৪৭
	● সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাস (Sociology and History)	৫০
১.১.৯	সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ (Origin and development of Sociology)	৫৩
	● বিভিন্ন যুগের বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের অবদান (Contributions of eminent thinkers of	৫৩

	different era)	
	• নৃ-বিজ্ঞানীদের অবদান (Contribution of anthropologist)	৫৮
	• সমাজবিজ্ঞানের স্কুল বা মতবাদ গোষ্ঠীর অবদান (Contribution of schools of sociology)	৫৯
	• বিভিন্ন দেশের কতিপয় সমাজবিজ্ঞানীর অবদান (Contribution of sociologist of different country)	৬১
১.১.১০	সমাজবিজ্ঞানের গবেষণা পদ্ধতি (Research methods in sociology)	৬৩
১.২	সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভবের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পেক্ষাপট (Socio-cultural context of the emergence of Sociology)	৬৭
১.৩	সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ (Sociological perspective)	৭০
১.৪	সমাজবিজ্ঞানের চারটি তাত্ত্বিক ইস্যু Four theoretical issues of Sociology	৭১
১.৪.১	ক্রিয়াবাদ (Functionalism)	৭১
১.৪.২	কাঠামোবাদ (Structurism)	৭২
১.৪.৩	প্রতীকি মিথক্রিয়াবাদ (Symbolic Interactionism)	৭৩
১.৪.৪	দ্বন্দ্বিকতাবাদ (Conflictism)	৭৫
	সমাজবিজ্ঞানের প্রাথমিক প্রত্যয়সমূহ	৭৮
১.৫	সমাজ (Society)	৭৮
১.৫.১	সমাজের সংজ্ঞা (Definition of Society)	৭৮
১.৫.২	সমাজের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Society)	৭৯
১.৬	সম্প্রদায় (Communtiy)	৮০
১.৬.১	সম্প্রদায়ের সংজ্ঞা (Definition of Community)	৮১
১.৬.২	সম্প্রদায়ের উপাদানসমূহ	৮২

	(Elements of Community)	
১.৬.৩	সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য (Difference Between Society and Community)	৮৪
১.৭	সংঘ (Association)	৮৬
১.৭.১	সংঘের সংজ্ঞা (Definition of Association)	৮৬
১.৭.২	সংঘের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Association)	৮৭
১.৭.৩	সংঘ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য (Difference Between Associationa & Community)	৮৮
১.৮	গোষ্ঠী/দল (Group)	৮৯
১.৮.১	গোষ্ঠী/দল-এর সংজ্ঞা (Definition of Group)	৯০
১.৮.২	গোষ্ঠী/দল-এর বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Group)	৯১
১.৮.৩	গোষ্ঠী/দল-এর ধরণ (Types of Group)	৯৩
১.৮.৪	গোষ্ঠী ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য (Difference Between Group and Society)	৯৯
১.৮.৫	গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য (Difference Between Group and Community)	১০০

দ্বিতীয় অধ্যায় : পরিবার ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক (FAMILIES AND INTIMATE RELATION)

২.১	পরিবার (Family)	১০১
২.১.১	পরিবারের সংজ্ঞা (Definition of Family)	১০১
২.১.২	পরিবারের প্রকৃতি (Nature of Family)	১০৩
২.১.৩	পরিবারের উৎপত্তি তত্ত্ব (Theroy of Origin of Family)	১০৫

২.১.৪	পরিবারের প্রকারভেদ (Types of family)	১১০
২.১.৫	পরিবারহীন সমাজ (Family less society)	১১৬
২.১.৬	পরিবারের কার্যাবলি (Functions of family)	১১৭
২.১.৭	সামাজিকীকরণে পরিবারের ভূমিকা (Role of family in socialization)	১২৩
২.২	বিবাহ (Marriage)	১২৪
২.২.১	বিবাহের ধরন (Types Marriage)	১২৬
২.২.২	বিবাহোত্তর বসবাসের ভিত্তিতে বিবাহ (Marriage on the basis of post-marital residency)	১২৮
২.২.৩	পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ভিত্তিতে বিবাহ (Marriage on the basis of selection of spouses)	১২৯
২.২.৪	সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবাহ (Marriage as a social institution)	১৩০
২.২.৫	পরিবার ও বিবাহের সাম্প্রতিক প্রবণতা (Recent trends in family and marriage)	১৩১
২.৩	পারিবারিক জীবনের ক্রমবিকাশ (The development of family life)	১৩৩
২.৪	বিশ্বব্যাপি পরিবারব্যবস্থায় পরিবর্তন (Changes in family patterns worldwide)	১৩৫
২.৪.১	পরিবারব্যবস্থা পরিবর্তনে বিভিন্ন উপাদানের প্রভাব (Influence of different elements in changing family system)	১৩৬
২.৪.২	পিতৃতান্ত্রিক পরিবারব্যবস্থা ভাঙনের কারণ (The cause of the breakdown of the patriarchal family system)	১৩৬
২.৪.৩	পরিবর্তিত আধুনিক পরিবারের বৈশিষ্ট্যাবলি (Features of Changed modern family)	১৩৯
২.৪.৪	পরিবারের কাজে পরিবর্তন (Changes in family Functions)	১৪০
২.৪.৫	পরিবারের ভবিষ্যৎ (Future of the family)	১৪২

২.৪.৬	পরিবারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আরো কিছু চিন্তা-ভাবনা (Some more thoughts about the future of the family)	১৪৪
২.৫	ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে নির্যাতন (Violence in intimate relation)	১৪৫
২.৫.১	নির্যাতনের সংজ্ঞা (Definition of Violence)	১৪৫
২.৫.২	নারী নির্যাতনের সংজ্ঞা (Definition of Violence against women)	১৪৭
২.৫.৩	নারী নির্যাতনের ধরন (types of Violence against women)	১৪৮
২.৫.৪	নারী নির্যাতনের কারণ (Causes of Violence against women)	১৫৩
২.৫.৫	নারী নির্যাতন প্রতিরোধের উপায় (Ways of Protection of Violence against Women)	১৫৮
২.৫.৬	নারী নির্যাতন রোধে সুপারিশ মালা (Proposal for Eradication of Violence against women)	১৬১
২.৬	তলাক এবং বিবাহ বিচ্ছেদ (Divorce and separation)	১৬৩
২.৬.১	বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ (Causes of Divorce)	১৬৪
২.৬.২	বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রভাব বা ফলাফল (Effect of Divorce)	১৬৮
২.৬.৩	বিশ্বে বিবাহবিচ্ছেদ (Divorce in the world)	১৭০
২.৭	ঘনিষ্ঠতার রূপান্তর ও উত্তরাধুনিকতা (Transformations of intimacy and post modernity)	১৭১

তৃতীয় অধ্যায় : ক্ষমতা (POWER)

৩.১	ক্ষমতার ধারণা (Conceptualizing power)	১৭৫
৩.২	কর্তৃত্ব (Authority)	১৭৭
৩.২.১	কর্তৃত্বের ধরন (Types of Authority)	১৭৮

৩.৩	রাজনৈতিক ব্যবস্থা (Political system)	১৮০
৩.২.১	রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যাবলি (Characteristics of Political Systems)	১৮২
৩.২.২	রাজনৈতিক ব্যবস্থার কার্যাবলি (Functions of Political Systems)	১৮৩
৩.২.৩	রাজনৈতিক ব্যবস্থার শ্রেণিবিভাগ (Classification of Political Systems)	১৮৪
৩.৪	গণতন্ত্রের বিশ্বব্যাপি বিস্তার (Global spread of democracy)	১৯৫
৩.৪.১	গণতন্ত্রের প্রকারভেদ (Classification of Democracy)	১৯৭
৩.৪.২	গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Democracy)	১৯৭
৩.৪.৩	গণতন্ত্রের সফলতার শর্তাবলী (Conditions for the success of democracy)	১৯৯
৩.৫	ধর্মের বিশ্বব্যাপি বিস্তার (Global spread of Religion)	২০২
৩.৬	বৈশ্বিক শাসন প্রক্রিয়া Global governance	২০৫
৩.৬.১	বিশ্বায়নের সংজ্ঞা Definition of Globalization	২০৬
৩.৬.২	বিশ্বায়নের অতীত (Past History of Globalization)	২০৬
৩.৬.৩	বিশ্বায়নের সাম্প্রতিক ইতিহাস (Recent History of Globalization)	২১০
৩.৬.৪	বিশ্বায়নের অভিঘাত Impact Globalization	২১৬
৩.৬.৫	বিশ্বায়নের কারণ Causes of Globalization	২২২
৩.৬.৬	বিশ্বায়নের ফলাফল Consequences of Globalization	২২৪
৩.৬.৭	বিশ্বায়ন কি নব্য সাম্রাজ্যবাদ Globalization Is the Neo-colonialism	২২৫
৩.৬.৮	বিশ্বায়নের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ Globalization: Past, Present and Future	২২৮

৩.৬	সন্ত্রাসবাদ (Terrorism)	২৩১
৯.৭.১	সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা (Definition of Terrorism)	২৩১
৯.৭.২	সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস (History of Terrorism)	২৩২
৯.৭.৩	জাতীয়তাবাদ (Nationalism)	২৩৩
৯.৭.৪	সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর শ্রেণিবিভাগ (Types of Terrorism Group)	২৩৩
৯.৭.৫	বিশ্বব্যাপী সংঘটিত আলোচিত সন্ত্রাসী-ঘটনা (Most Speculated Terrorist Event)	২৩৫
৯.৭.৬	বাংলাদেশে সন্ত্রাস (Terrorism in Bangladesh)	২৩৬

চতুর্থ অধ্যায় : সামাজিক স্তরবিন্যাস ও শ্রেণি (STRATIFICATION AND CLASS)

৪.১	সামাজিক স্তরবিন্যাস (Social Stratification)	২৩৯
৪.১.১	সামাজিক স্তরবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of social stratification)	২৪০
৪.১.২	সামাজিক স্তরবিন্যাসের উপাদান (Factors or devices of social stratification)	২৪১
৪.২	সামাজিক স্তরবিন্যাসের ব্যবস্থা (Systems of social stratification)	২৪৩
৪.২.১	দাসপ্রথা (Slavery)	২৪৩
	• সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে দাসপ্রথার সীমাবদ্ধতা (Limitation of slavery in social stratification)	২৪৪
৪.২.২	এস্টেট (Estate)	২৪৫
	• এস্টেট ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা (Limitation of Estate)	২৪৬
৪.২.৩	জাতি-বর্ণ প্রথা (Caste)	২৪৬
	• জাতি-বর্ণের সংজ্ঞা (Definition of Caste)	২৪৭

	● জাতি-বর্ণের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Caste)	২৪৭
	● জাতি-বর্ণপ্রথার সীমাবদ্ধতা (Limitation of Caste)	২৪৯
৪.২.৪	সামাজিক শ্রেণি ও পদমর্যাদা (Social Class and Status)	২৪৯
	● সামাজিক শ্রেণি ও পদমর্যাদার সংজ্ঞা (Definition of Social Class and Status)	২৫০
	● জাতিবর্ণ ও শ্রেণির মধ্যে পার্থক্য (Difference Between Caste and Class)	২৫২
৪.৩	সামাজিক স্তরবিন্যাস ও শ্রেণির তত্ত্বসমূহ (Theories of class and stratification)	২৫৪
৪.৩.১	ক্রিয়াবাদী মতবাদ (Functional Theory)	২৫৫
৪.৩.২	দ্বন্দ্বিকতাবাদ বা মার্কসীয় মতবাদ (Conflictism or Marxist theory)	২৫৫

পঞ্চম অধ্যায় : দারিদ্র্য (PROVERTY)

৫.১	দারিদ্র্যের সংজ্ঞা (Definition of poverty)	২৬৫
৫.২	দারিদ্র্যের ধরন (Types of poverty)	২৬৬
৫.৩	দারিদ্র্য পরিমাপ পদ্ধতি (Methods of Measuring Poverty)	২৬৭
৫.৪	দারিদ্র্যের প্রভাব : দারিদ্র্য কীভাবে অন্যান্য সমস্যার জন্য দায়ী (Impact of poverty: How poverty is responsible for other problems)	২৬৮
৫.৫	বাংলাদেশে দারিদ্র্যের কারণ (Causes of poverty in Bangladesh)	২৭১
৫.৬	দারিদ্র্য বিমোচন উপায় সম্পর্কে সুপারিশ (Recommendation on way to alleviate poverty)	২৭৫
৫.৭	বাংলাদেশে দারিদ্র্য দূরীকরণের উপায় (Ways to eradicate poverty in Bangladesh)	২৭৭
৫.৮	দারিদ্র্য বিমোচনে বিশ্ব ব্যাংকের কৌশলসমূহ (World Bank Strategy for Poverty Alleviation)	২৭৯

ষষ্ঠ অধ্যায় : অপরাধ ও বিচ্যুতি

(CRIME AND DEVIANCE)

৬.১	বিচ্যুতি (Deviance)	২৮৩
৬.১.১	বিচ্যুত আচরণের প্রকৃতি (Nature of Deviant Behavior)	২৮৪
৬.১.২	বিচ্যুতির কারণ (Causes of deviation)	২৮৬
৬.১.৩	বিচ্যুত আচরণের তাৎপর্য (Significance of Deviant Behavior)	২৮৮
৬.১.৪	বিচ্যুতির তত্ত্ব (Theories of Deviance)	২৯০
৬.২	অপরাধ (Crime)	২৯৬
৬.২.১	অপরাধ ও বিচ্যুতির মধ্যে পার্থক্য (Difference Between Crime and Deviance)	২৯৭
৬.২.২	অপরাধের শর্ত ও প্রকৃতি (Condition and Nature of Crime)	২৯৮
৬.৩	অপরাধের তত্ত্বসমূহ (Theories in Crime)	২৯৯
৬.৩.১	বিভিন্নমুখী মেলামেশা তত্ত্ব (Differential Association Theory)	২৯৯
৬.৩.২	লেবেলিং তত্ত্ব (Labelling Theory)	৩০২
৬.৩.৩	নব্য মার্কসীয় মতবাদ (Neo-Marxist Theory)	৩০৪
৬.৪	অপরাধের ধরন (Types of Crime)	৩০৭
৬.৫	বাংলাদেশে অপরাধের কারণ (Causes of Crimes in Bangladesh)	৩১২
৬.৬	বাংলাদেশে অপরাধপ্রবণতা দূরীকরণের জন্য সুপারিশমালা (Proposals to Remove Crime Tendency in Bangladesh)	৩১৬

সপ্তম অধ্যায় : নৃবিজ্ঞান পরিচিতি (INTRODUCTION TO ANTHROPOLOGY)

৭.১	নৃবিজ্ঞানের সংজ্ঞা (Definition of Anthropology)	৩১৯
৭.২	নৃবিজ্ঞানের অর্থ ও প্রকৃতি (Meaning and Nature of Anthropology)	৩২২
৭.৩	নৃবিজ্ঞানের শাখাসমূহ (Branches of Anthropology)	৩২৩
৭.৩.১	দৈহিক নৃবিজ্ঞান (Physical Anthropology)	৩২৪
৭.৩.২	সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান (Cultural Anthropology)	৩২৭
৭.৪	নৃ-তাত্ত্বিক অধ্যয়নে ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহ (Methods used in Anthropological Study)	৩৩৮
৭.৪.১	দৈহিক নৃবিজ্ঞানের গবেষণা পদ্ধতিসমূহ (Research Methods of Physical Anthropology)	৩৩৮
৭.৪.২	সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের গবেষণা পদ্ধতিসমূহ (Research Methods of Cultural Anthropology)	৩৩৯

অষ্টম অধ্যায় : নৃবিজ্ঞানের মূল হিসেবে সংস্কৃতি (CULTURE AS A CORE OF ANTHROPOLOGY)

৮.১	কৃষ্টি বা সংস্কৃতি (Culture)	৩৪৫
৮.১.১	সংস্কৃতির সংজ্ঞা (Definition of Culture)	৩৪৬
৮.১.২	সংস্কৃতির বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি (Different Viewpoint of Culture)	৩৪৭
৮.১.৩	সংস্কৃতির বিষয়বস্তু (Culture Contents)	৩৪৯
৮.১.৪	সংস্কৃতির উপাদান (Elements of Culture)	৩৫১
৮.১.৫	সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Culture)	৩৫৩
৮.১.৬	সংস্কৃতির কার্যাবলি (Functions of Culture)	৩৫৫

৮.১.৭	সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও বিবর্তন (cultural Change and Evolution)	৩৫৭
৮.১.৮	সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য ও বৈচিত্র্য (Cultural Unity and Variation)	৩৫৯
৮.১.৯	সাংস্কৃতিক ব্যবধান (Cultural Lag)	৩৬১
৮.১.১০	সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি এবং সাংস্কৃতায়ন (Cultural diffusion and acculturation)	৩৬৪
৮.২	সভ্যতা (Civilization)	৩৬৪
৮.২.১	সভ্যতার সংজ্ঞা (Definition of civilization)	৩৬৫
৮.২.২	সাংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে তুলনা (Comparison between culture and civilization)	৩৬৬

নবম অধ্যায় : সাংস্কৃতির উপাদান (ELEMENTS OF CULTURE)

৯.১	পরিবার-বিবাহ ও জ্ঞাতি সম্পর্ক (Family-marriage and kinship)	৩৬৯
৯.১.১	জ্ঞাতিসম্পর্কের অর্থ (Meaning of Kinship)	৩৭০
৯.১.২	জ্ঞাতিসম্পর্কের ধরণ (Types of Kinship)	৩৭০
৯.১.৩	জ্ঞাতিসম্পর্কসূচক রীতিনীতি (Kinship related custom)	৩৭১
৯.১.৪	জ্ঞাতি শ্রেণীকরণের মূলনীতি (Principles for Classifying Kin)	৩৭২
৯.১.৫	জ্ঞাতিত্ব পদাবলী (Kinship Terminology)	৩৭৪
৯.২	অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান (Economics and Economic Institution)	৩৭৭
৯.২.১	সম্পত্তি (Property)	৩৭৭
	• সম্পত্তির সংজ্ঞা (Definition of property)	৩৭৮
	• সম্পত্তির অধিকারের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Property)	৩৭৯
	• সম্পত্তির যৌক্তিকতা (Rationality of property)	৩৭৯

	● সম্পত্তির মালিকানা (Ownership of property)	৩৮৪
৯.২.২	ব্যক্তিগত সম্পত্তি (Private property)	৩৮৫
৯.২.৩	সমাজভেদে সম্পত্তির মালিকানা (Property ownership in different societies)	৩৮৮
৯.২.৪	সম্পত্তির বিবর্তনের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ (Theoretical analysis of the evolution of property)	৩৮৯
৯.২.৫	সম্পত্তির বিবর্তনের কালক্রমিক বিশ্লেষণ (Chronological analysis of the evolution of property)	৩৯০
	● আদিম যুগ ও সম্পত্তি (Primitive age & Property)	৩৯০
	● পশুপালন যুগ ও সম্পত্তি (Pastoral age & Property)	৩৯১
	● কৃষিযুগ ও সম্পত্তি (Agricultural age and property)	৩৯৩
	● শিল্পযুগ ও সম্পত্তি (Industrial age and Property)	৩৯৫
৯.৩	সামাজিক বিভাজন (Social Differentiation)	৩৯৭
৯.৩.১	সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভাজন (Differentiation in Different Fields)	৩৯৮
৯.৩.২	সামাজিক বিভাজনের কারণ (Causes of Differentiation)	৩৯৮
৯.৩.৩	সামাজিক বিভাজন ভিত্তি (Basis of Social differentiation)	৩৯৯

দশম অধ্যায় : ধর্ম (RELIGION)

১০.১	ধর্ম (Religion)	৪০১
১০.১.১	ধর্মের সংজ্ঞা (Definition of religion)	৪০২
১০.১.২	ধর্মের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Religion)	৪০৪
১০.২	ধর্ম উৎপত্তির মতবাদসমূহ (Theories about the origin of religion)	৪০৬
১০.২.১	সর্বপ্রাণবাদ (Animism)	৪০৬
	● সর্বপ্রাণবাদের সমালোচনা (Criticism of Animism)	৪০৮
১০.২.২	মহাপ্রাণবাদ বা প্রাক-সর্বপ্রাণবাদ	৪০৯

(Animatism or Pre-Animism)

	● আদিম সমাজ জীবনে ‘মনার’ ভূমিকা (The role of 'Monar' in the life of primitive society)	৪১০
	● সর্বপ্রাণবাদ ও মহাপ্রাণবাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য (Basic differences between animism and animatism)	৪১২
১০.২.৩	ফ্রয়েডীয় মতবাদ (Freud's theory)	৪১৩
১০.২.৪	পল-রাদিনের ত্রিািবাদী মতবাদ (Functional theory of Paul Radin)	৪১৪
১০.২.৫	সিমেলের মতবাদ (Simmel's theory)	৪১৪
১০.২.৬	ডুর্কেইমের মতবাদ (Durkheim's theory)	৪১৫
১০.২.৭	ধর্ম সম্পর্কে মার্কসীয় ব্যাখ্যা (The Marxist Interpretation of Religion)	৪১৬
১০.৩	ধর্ম ও জাদুবিদ্যার (Religion & Magic)	৪১৮
১০.৩.১	ধর্ম ও জাদুবিদ্যার মধ্যে সম্পর্ক (Relation between religion & magic)	৪১৯
১০.৪	ধর্মের কার্যাবলি (Funtion of Religion)	৪২১
১০.৪.১	সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি (General Viewpoint)	৪২২
১০.৪.২	সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গি (Sociologist's Viewpoint)	৪২৫
১০.৫	বিশ্বাস ও আচরণ-আচরণ (Beliefs and Rituals)	৪২৮
১০.৫.১	অবস্থান পরিবর্তনের বা পদার্পনের আচরণ (Rites of Passage/Transition)	৪২৯
১০.৬	ধর্ম ও সামাজিক পরিবর্তন Religion and Social Change	৪৩১

একাদশ অধ্যায় : নৃবিজ্ঞান ও সমাজ (ANTHROPOLOGY AND SOCIETY)

১১.১	শিকার ও খাদ্য সংগ্রহমূলক সমাজ (Hunting and food collecting society)	৪৩৭
১১.১.১	শিকার ও খাদ্য সংগ্রহমূলক সমাজের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Hunting and food collecting society)	৪৩৭
১১.২	পশুপালন সমাজব্যবস্থা (Pastoral society)	৪৪০
১১.২.১	পশুপালন সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of pastoral society)	৪৪১
১১.৩	উদ্যান কৃষিনির্ভর সমাজ (Horticultural society)	৪৪১
১১.৩.১	উদ্যানকৃষিনির্ভর সমাজের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Horticultural society)	৪৪৩
১১.৪	কৃষিভিত্তিক সমাজ (Agrarian society)	৪৪৩
১১.৪.১	কৃষিভিত্তিক সমাজের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of agrarian society)	৪৪৫
১১.৪.২	সমাজ ও সভ্যতায় কৃষির অবদান (Contribution of agriculture to the society and civilization)	৪৪৮
১১.৫	শিল্পসমাজ (Industrial society)	৪৫০
১১.৫.১	শিল্পসমাজের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Industrial Society)	৪৫১
১১.৫.২	শিল্পসমাজ প্রতিষ্ঠার কারণ (Causes of establishment of industrial society)	৪৫৫
১১.৫.৩	শিল্পায়নের সমাজতাত্ত্বিক ফলাফল (Sociological impacts of industrialization)	৪৫৭
১১.৬	শিল্পোত্তর বা আধুনিক সমাজ (Post industrial or modern society)	৪৫৯
১১.৬.১	শিল্পোত্তর সমাজের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Post industrial society)	৪৬০
পরিশিষ্ট	গ্রন্থপঞ্জি	৪৬৩

সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি

Introduction to Sociology

১.১ : সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন

(Studying Sociology)

ল্যাটিন শব্দ সোসিয়াস (Socius) এবং গ্রিক শব্দ লগোস (Logos)-এর সমন্বয়ে ইংরেজি সোসিওলজি (Sociology) শব্দের উৎপত্তি। সোসিয়াস অর্থ সমাজ এবং লগোস অর্থ জ্ঞান। ল্যাটিন সোসিয়াস শব্দের অর্থ সঙ্গী (Companion)। তবে যেহেতু সঙ্গবদ্ধ জীবননির্ভর করে সমাজ গড়ে ওঠে তাই সোসিয়াসের ভাবার্থ সমাজ। যদিও প্রায় গ্রন্থেই গ্রিক শব্দ Logos (জ্ঞান, পাঠ, বিজ্ঞান) লেখা হয়, তথাপি ঐ একই অর্থ প্রকাশ করতে কোনো কোনো গ্রন্থে গ্রিক শব্দ Logia এবং কোথাও-বা গ্রিক শব্দ logy শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। (দেখুন Hoebel, Man in the Primitive world. McGraw. N.Y. 1958:3 এবং B. Philips sociologs McGraw N. Y. 1972. সুতরাং, শব্দগত অর্থে সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান বা সমাজের আলোচনা। সহজ কথায় বিজ্ঞানের যে শাখা মানবাচরণ ও সমাজ সম্পর্কে পঠনপাঠন ও গবেষণা করে সেটাই হচ্ছে সমাজবিজ্ঞান। বস্তুত সমাজবিজ্ঞান হলো সমাজ সম্পর্কিত বস্তুনিষ্ঠ পাঠ বা বিশ্লেষণ।

১.১.১ : সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

(Definition of Sociology)

যদিও বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী সমাজবিজ্ঞানকে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন তথাপি সমাজবিজ্ঞানের কোনো সংজ্ঞাই সর্বজন স্বীকৃত নয়। বস্তুত দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য-হেতু সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়।

নিম্নে সমাজবিজ্ঞানের কতিপয় সংজ্ঞার উল্লেখ করা হলো :

- লেস্টার ফ্রাংক ওয়ার্ড এবং উইলিয়াম গ্রাহাম সামনারের (Lester Frank Ward and William Graham Sumner) মতে, ‘সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজের বিজ্ঞান’ (The Science of Society)। সংজ্ঞাটি সমাজের ওপর জোর দিয়েছে।
- সমাজবিজ্ঞানী গিডিংসের (Giddings) মতে, ‘সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সামাজিক ঘটনাবলির বা প্রপঞ্চের বিজ্ঞান’ (The Science of Social Phenomena)। সংজ্ঞাটি সামাজিক ঘটনাবলি বা প্রপঞ্চের ওপর জোর দিয়েছে এবং তা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।
- সমাজবিজ্ঞানী ডুরখেইম (E. Durkheim) বলেন যে, ‘সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান’ (The Science of institutions)। সংজ্ঞাটি সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর জোর দিয়েছে।
- সমাজবিজ্ঞানী কোভালেভস্কির (Kovalevsky) মতে, ‘সমাজবিজ্ঞান হলো সামাজিক সংগঠন এবং সমাজ পরিবর্তনের বিজ্ঞান’ (The science of social organization and social change)। সংজ্ঞাটি সংগঠন ও তার পরিবর্তনের ওপর জোর দিয়েছে। সংজ্ঞাটির সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অগাস্ট কোঁতের (Auguste Comte) সংজ্ঞার মিল আছে যিনি সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানকে Social statics বা সমাজের স্থিতিশীলতা এবং Social dynamics বা সমাজের গতিশীলতা এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন। অর্থাৎ কোঁতের মতে, ‘সমাজবিজ্ঞান সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, যেমন অর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করে এবং ঐসব প্রতিষ্ঠানের গতিশীলতা (কোভালেভস্কির কথায় সামাজিক পরিবর্তন) সম্পর্কে আলোচনা করে।’
- বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী সিমেল (Simmel) বলেন, ‘সমাজবিজ্ঞান এমন একটি বিজ্ঞান যা মানব-সম্পর্ক অধ্যয়ন করে’ (Science that studies human relationships)। এখানে মানব-সম্পর্কের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।
- সমাজবিজ্ঞানী স্মলের (Small) মতে, ‘সমাজবিজ্ঞান সামাজিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে অধ্যয়ন করে’ (The study of social process)। এখানে সামাজিক প্রক্রিয়ার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।
- সমাজবিজ্ঞানী পার্কের (Park) মতে, ‘সমাজবিজ্ঞান হলো মানবগোষ্ঠী বা সমষ্টির আচরণ সম্পর্কিত বিজ্ঞান’ (The Science of collective behaviour)। সংজ্ঞাটি গোষ্ঠীর আচরণের ওপর জোর দিয়েছে। ডুরখেইমের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণেও গোষ্ঠীর আচরণকে বড়ো করে দেখা হয়। তবে এই সংজ্ঞায় ব্যক্তি-আচরণকে উপেক্ষা করা হয়েছে। অথচ, সমাজবিজ্ঞানী উইবার (Weber) ব্যক্তির আচরণকে তার বিভিন্ন রচনায় খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন।

- প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স উইবারের (Max Weber) মতে, সমাজবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হলো সামাজিক কার্যাবলির অধ্যয়ন (Study of social action) এবং সামাজিক কার্যাবলির মধ্যে একটি কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ে ব্যাখ্যা দান করা (arrive at a causal explanation)। সংজ্ঞাটি সামাজিক ক্রিয়া এবং ঐ ক্রিয়ার কার্যকারণ সম্পর্কের ওপর জোর দেয়। সংজ্ঞাটি যুক্তি ও বিজ্ঞানভিত্তিক চেতনার ফল। কেননা, সামাজিক কার্যাবলির মাধ্যমেই মানবাচরণ, মানবসম্পর্ক ও সামাজিক প্রক্রিয়া বোঝা যায়। তদুপরি ঐসব কার্যাবলির কার্যকারণ বিশ্লেষণের মধ্যে সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা লুকিয়ে আছে।
- বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার (MacIver) ও পেজ (Page) তাঁদের ‘Society’ নামক গ্রন্থে বলেন যে ‘সমাজবিজ্ঞানই একমাত্র বিজ্ঞান যা সমাজ এবং সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ে পাঠ করে’ (Sociology alone studies social relationships themselves, and society itself)।

ম্যাকাইভারের সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে এই দাঁড়ায় যে, প্রথমত, তিনি দাবি করেছেন যে শুধু সমাজবিজ্ঞানই সমাজ ও সামাজিক সম্পর্ক পাঠ করে। দ্বিতীয়ত, সংজ্ঞাটিতে লক্ষণীয় যে তিনি সামাজিক সম্পর্ক (সিমেলার সংজ্ঞার ন্যায়) এবং সমাজের (ওয়ার্ড ও সামনারের সংজ্ঞার ন্যায়) ওপর জোর দিয়েছেন। যেহেতু মানুষের পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কই সমাজের ভিত্তি এবং তিনি সমাজ ও সামাজিক সম্পর্ক দুটো দিকের ওপরই জোর দিয়েছেন, তাই ম্যাকাইভারের সংজ্ঞাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাবলির প্রতিটাই সমাজের একেকটা দিকের উপর জোর দিয়েছে এবং প্রতিটা সংজ্ঞাই কম-বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। সংজ্ঞাগুলোর প্রতি দৃষ্টি রেখে আমরা বলতে পারি যে, সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজের গঠনপ্রণালি এবং পরিবর্তনশীল সমাজকাঠামো সম্পর্কে কার্যকারণ-সম্পর্কভিত্তিক পাঠ তথা বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ।

উপর্যুক্ত সংজ্ঞার ৪টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে; যথা :

- ক. এখানে সমাজ কী কী উপাদান দ্বারা গঠিত তার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে;
- খ. সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম কেন্দ্রীয় প্রত্যয় সমাজকাঠামোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যার ভিত্তি হলো মানবসম্পর্ক;
- গ. মানবসম্পর্কনির্ভর সমাজকাঠামো যে স্থিতিশীল নয়, বরং তা পরিবর্তনশীল (পরিবর্তনের গতি বা মাত্রা যাই হোক, সে-কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং
- ঘ. মানবসম্পর্ক তথা সমাজকাঠামোর বিভিন্ন উপাদান যে পরস্পর কার্যকারণ-সূত্রে আবদ্ধ বা সম্পর্কযুক্ত, অর্থাৎ কোনো সম্পর্কই অনর্থক বা কোনো কিছুই বিচ্ছিন্ন নয় তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে সমাজের বিশ্লেষণ হবে বিজ্ঞানভিত্তিক, কল্পনাশ্রয়ী নয়।

সংক্ষেপে বলা চলে যে সমাজবিজ্ঞান সমাজ এবং সামাজিক সম্পর্কের বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা।

১.১.২ : সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি

(Nature of Sociology)

সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞার মধ্যই সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি নিহিত রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন সংজ্ঞার আলোকে সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হলো।

প্রথমত, সমাজবিজ্ঞান সমাজের পূর্ণাঙ্গ পাঠ। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা অর্থনীতি যেক্ষেত্রে সমাজের একেকটা দিক সম্পর্কে গুরুত্বারূপে করে পাঠ করে, সেক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞান গোটা সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণের নিশ্চয়তা দেয়। বস্তুত, সমাজের অখণ্ড আলোচনাই সমাজবিজ্ঞানের লক্ষ্য।

দ্বিতীয়ত, সমাজবিজ্ঞান সমাজের গঠনপ্রণালি তথা সমাজের কাঠামোগত উপাদান নিয়ে আলোচনা করে। মনে রাখা প্রয়োজন যে সমাজকাঠামোর ভিত্তি হলো মানবসম্পর্ক। এভাবে সমাজবিজ্ঞান ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, ব্যক্তির সঙ্গে গোষ্ঠী, সমাজ বা কোনো প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক, গোষ্ঠী, সমাজ বা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সর্বোপরি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি, পেশাদার গোষ্ঠী, মর্যাদাগোষ্ঠী, ধর্ম ও জাতিবর্ণভিত্তিক সম্প্রদায় ইত্যাদির মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে।

তৃতীয়ত, সমাজবিজ্ঞান সমাজ তথা সমাজকাঠামোর যুক্তি তথা বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ দান করে। কেননা, মানুষের সামাজিক সম্পর্কগুলো বিচ্ছিন্ন, যুক্তিহীন বা অনর্থক নয়। ঐ সম্পর্কগুলোর কার্যকারণ-সম্পর্ক রয়েছে। সমাজবিজ্ঞান মানবাচরণের ঐ-কার্যকারণ-সম্পর্কের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখে; অর্থাৎ যুক্তির প্রাধান্য দেয়। ফলে সমাজবিজ্ঞান হয়ে ওঠে যুক্তি ও বিজ্ঞানভিত্তিক, হয়ে ওঠে বিশ্লেষণধর্মী (analytical)। অতএব বলা যায়, সমাজবিজ্ঞান নেহায়েৎ সামাজিক সম্পর্কের বর্ণনা নয়, বরং তা যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ। বস্তুত, সমাজবিজ্ঞান বিশ্লেষণাত্মক সামাজিক বিজ্ঞান (Analytical Social Science)।

চতুর্থত, সমাজবিজ্ঞান যেহেতু পরিবর্তনশীল সমাজের কাঠামো তথা গঠনপ্রণালির যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ বা সমাজের বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা, তাই একথা প্রায়ই বলা হয় যে নৈতিকতার প্রশ্নে সমাজবিজ্ঞান নিরপেক্ষ (ethically neutral); অর্থাৎ, সমাজের কোনটা ভালো কি মন্দ, কী হওয়া উচিত কী অনুচিত, কোনটা ঠিক কি বেঠিক ইত্যাকার প্রশ্নে সমাজবিজ্ঞান নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে বা কার্যক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানী নিরপেক্ষ থাকেন না। তবু বলা চলে বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণের স্বার্থে সমাজবিজ্ঞানকে তার গবেষণায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে। এটাই বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টি ও চেতনার অনিবার্য আকাঙ্ক্ষা।

১.১.৩ : মাইক্রো ও ম্যাক্রো সমাজবিজ্ঞান

(Micro and Macro Sociology)

সমাজবিজ্ঞান দুটি লেভেলে সমাজকে অধ্যয়ন করে। এ-কারণে সমাজবিজ্ঞান ক্ষুদ্র/অণু (Micro) এবং বৃহৎ (macro) এ-দুটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে।

১. অণু সমাজবিজ্ঞান (micro sociology) : সমাজস্থ মানুষের নিত্যদিনের মিথস্ক্রিয়া বা নিত্যদিনের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং বিধিবদ্ধ আচরণের ক্ষুদ্র এককসমূহ নিয়ে আলোচনা করে। এটা সমাজবিজ্ঞানী Max Weber-কে অনুসরণ করে গড়ে উঠেছে, যেখানে সমাজ অধ্যয়নে ব্যক্তি-আচরণ, কাজ, প্রেষণা ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।
২. বৃহদায়তন সমাজবিজ্ঞান (macro sociology) : মূলত Spencer এবং Durkheim দ্বারা প্রভাবিত। এটা মানবাচরণ ধারার ওপর দৃষ্টি দেয় যা গোষ্ঠী-সমাজকে বুঝতে সাহায্য করে। বৃহদায়তন সমাজবিজ্ঞান পরিবার, শিক্ষা, ধর্ম, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে। এখানে মনে করা হয় যে ব্যক্তি কোনো একটা সমাজকাঠামো বা সমাজব্যবস্থার মধ্যে জন্মলাভ করে এবং সমাজ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গড়ে ওঠে। তাই Macro সমাজবিজ্ঞানীরা ব্যক্তির ওপর সমাজের প্রভাব আলোচনা করেন। তবে তারা সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্ক এবং সে-সবের প্রক্রিয়ার ওপর বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

১.১.৪ : সমাজবিজ্ঞানের পরিধি

(Scope of sociology)

আমরা সহজ কথায় বলতে পারি, গোটা সমাজই সমাজবিজ্ঞানের পরিধি। অধ্যাপক এফ আর খান তাঁর ‘সমাজবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব’ গ্রন্থে বলেছেন, ‘সমাজতত্ত্বের প্রধান দায়িত্ব মানবসমাজ-সম্পর্কিত বাস্তব সত্যগুলো সংগ্রহ ও ব্যাখ্যা করা।’ কোয়েনিং বলেছেন, ‘মানুষের আচরণ বলতে যা কিছু বোঝায় তা-ই সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত’। কিন্তু মানবসমাজ ও মানবাচরণ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। তাছাড়া অঞ্চলভেদে সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি, আচার-আচরণ, মানবিক মূল্যবোধ পৃথক হয়ে থাকে। তাই এর পরিধি নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা সম্ভব নয়। সময়-স্থান-কালের ভেদে সমাজ যেমন পরিবর্তিত হয় তেমনি সমাজবিজ্ঞানের সূচিতেও পরিবর্তন আসে। এজন্যই অধ্যাপক নাজমুল করিম বলেছেন, ‘সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আজও মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি।’ Alex Inkeles তার ‘What is Sociology’ গ্রন্থে এ সমস্যা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত না হলেও সমাজবিজ্ঞান যেসব বিষয়ে আলোচনা করে তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো :

১. তত্ত্ব (Theories) : সমাজবিজ্ঞানে অসংখ্য তত্ত্ব আলোচিত এবং পঠিত হয়; যেমন :
 - ক. সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব (Sociological theory) : সমাজবিজ্ঞানের প্রত্যয়, নীতি এবং সাধারণীকরণ ইত্যাদি সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীদের দেওয়া যেসব তত্ত্ব রয়েছে তা সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। সমাজ কোন নিয়ম দ্বারা শাসিত হচ্ছে, সামাজিক পরিবর্তনের নেপথ্যে কোন শক্তি কাজ করছে, সামাজিক অসংগতি, সামাজিক সমস্যা ইত্যাদি সম্পর্কে কোং, মার্ল, স্পেন্সার, ডুখীম, ওয়েবার প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীর দেওয়া তত্ত্ব এ শ্রেণিভুক্ত।

- খ. ঐতিহাসিক তত্ত্ব (Historical theory) : সমাজের অতীত বিষয়াবলি, কার্যক্রম, বিবর্তন, মানবিক আচরণ, প্রশাসন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে ঐতিহাসিক তত্ত্বের আলোকে আলোচনা করা হয়।
২. সমাজবিজ্ঞানের পদ্ধতি (Methods of sociology) : সমাজবিজ্ঞানের গবেষণা ও অধ্যয়নে বিভিন্ন পদ্ধতি (Method/Technique) অবলম্বন করা হয়, যেগুলো সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম আলোচ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত; যেমন :
- ক. ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical method) : ঐতিহাসিক পদ্ধতির আওতায় সমাজের অতীত ঘটনাবলি, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, সভ্যতা-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান, গবেষণা ও অধ্যয়ন করা হয়।
- খ. তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative method) : তুলনামূলক পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী/জাতির মধ্যে পার্থক্য, সামঞ্জস্য এবং তুলনামূলক আলোচনা করা হয়।
- গ. পরিসংখ্যান-পদ্ধতি (Statistical method) : সামাজিক ঘটনাবলিকে গণিতশাস্ত্রের ভাষায় সংখ্যাগত উপস্থাপনের জন্য পরিসংখ্যান-পদ্ধতির বিকল্প নেই। তাই সমাজবিজ্ঞানে এর উপস্থিতি অপরিহার্য। এছাড়াও কাঠামোবদ্ধ পদ্ধতি (Structural method), ক্রিয়াগত পদ্ধতি (Functional method) প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্যসূচিকে সমৃদ্ধ করেছে।
৩. পরিবারের সমাজবিজ্ঞান (Sociology of family) : সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে পরিবার বিষয়ক সমাজবিজ্ঞান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে পরিবারের উৎপত্তি, বিকাশ, কার্যাবলি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।
৪. গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান (Rural sociology) : মানবজীবন ও মানবসমাজের আদিম উৎসভূমি হচ্ছে গ্রামীণ সমাজ। বর্তমানেও বিশ্বের বিরাট অংশ গ্রামনির্ভর। তাই সমাজবিজ্ঞানে গ্রামীণ আলোচনার শাখা হচ্ছে গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান। এখানে কৃষি-অর্থনীতি, জগতি-সম্পর্ক, নেতৃত্ব, ক্ষমতা ইত্যাদি প্রাধান্য পায়।
৫. নগর-সমাজবিজ্ঞান (Urban Sociology) : শিল্প-অর্থনীতির ফল হচ্ছে নগর-সভ্যতা। নগরায়ণ, মানবসমাজে এর প্রভাব, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, নগরসমস্যা, পরিবেশ-সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে নগর-সমাজবিজ্ঞানে আলোচনা করা হয়।
৬. শিক্ষা-সমাজবিজ্ঞান (Sociology of education) : সমাজবিজ্ঞানের এ-শাখাটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব, শিক্ষার প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে।
৭. রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞান (Political sociology) : বিভিন্ন আন্দোলন, রাজনৈতিক দল, নির্বাচন, রাষ্ট্র, জনমত, কর্তৃত্ব, ক্ষমতা, সামাজিক পরিবর্তনে এর প্রভাব, রাজনৈতিক ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞান।

৮. স্বাস্থ্য-চিকিৎসা সমাজবিজ্ঞান (Medical sociology) : জনসংখ্যাসমস্যা, জন্মনিয়ন্ত্রণ, গণস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যসেবার প্রভাব, স্বাস্থ্যসচেতনতা, অপুষ্টি, স্বাস্থ্য-অসচেতনতা ইত্যাদি স্বাস্থ্য-চিকিৎসা সমাজবিজ্ঞানের পরিধিভুক্ত।
৯. ধর্মের সমাজবিজ্ঞান (Sociology of religion) : সমাজজীবনে ধর্মের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে জাতি/গোষ্ঠীগত পার্থক্য এবং শ্রেণিবিভাজন পরিলক্ষিত হয়। ধর্ম মানুষের আচরণ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সমাজ বা গোষ্ঠীগত স্বকীয়তা দান করে। এ-বিষয়গুলোই ধর্মের সমাজবিজ্ঞানে আলোচিত হয়।
১০. উন্নয়ন ও অনুন্নয়নের সমাজবিজ্ঞান (Sociology of development and underdevelopment) : অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক কারণে মানবসমাজে উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন পরিলক্ষিত হয়। সমাজের এ-উন্নয়ন ও অনুন্নয়নের কারণ, অর্থনৈতিক বৈষম্য, শোষণ, আধিপত্য বিস্তার প্রভৃতি উন্নয়ন ও অনুন্নয়নের সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করে।
১১. পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের সমাজবিজ্ঞান (Sociology of capitalism and socialism) : সামন্ত ও কৃষি-অর্থনীতি থেকে কীভাবে শিল্পনির্ভর পুঁজিবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের অভ্যুদয় হলো এবং সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী সমাজের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য ইত্যাদি সমাজবিজ্ঞানের এ-শাখা আলোচনা করে।
১২. শিল্প-সমাজবিজ্ঞান (Industrial sociology) : সমাজবিজ্ঞানের জন্যই হয়েছে শিল্পনির্ভর আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলে। সমাজে শিল্পায়নের প্রভাব, সুবিধা, সমস্যা, মালিক-শ্রমিকসম্পর্ক, সম্পত্তির ধরন, মালিকানা, মালিক-শ্রমিকের সামাজিক অবস্থা, সম্মান ইত্যাদি শিল্প-সমাজবিজ্ঞানের পরিধিভুক্ত।
১৩. আধুনিক সমাজের সমাজবিজ্ঞান (Sociology of modern society) : আধুনিক সমাজের পটভূমি, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সামাজিক স্তরবিন্যাস, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে আধুনিক সমাজের সমাজবিজ্ঞান। এখানে সমাজের সমসাময়িক ও তাৎক্ষণিক বিষয়েও আলোকপাত করা হয়।
১৪. সামাজিক বিশৃঙ্খলার সমাজবিজ্ঞান (Sociology of Social disorganization) : সামাজিক অসংগতি, বিশৃঙ্খলা, অপরাধ, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, যৌতুক প্রথা, দারিদ্র্য, বেকারসমস্যা, শিক্ষাবৃত্তি, জনসংখ্যাসমস্যা ইত্যাদি সমাজবিজ্ঞানের এ-শাখায় আলোচনা করা হয়।
১৫. সংস্কৃতি ও সভ্যতার সমাজবিজ্ঞান (Sociology of culture and civilization) : সংস্কৃতি ও সভ্যতা সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।
১৬. সামাজিক চিন্তা (Social thought) : সমাজচিন্তার দীর্ঘ আলোচনা সমাজবিজ্ঞানকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ করেছে। এগুলো ছাড়াও সমাজ ও সমাজবিজ্ঞানের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, জ্ঞানের এমন অনেক শাখাও সমাজবিজ্ঞানের পরিধিভুক্ত। এ-প্রসঙ্গে নৃবিজ্ঞান (Anthropology), জনসংখ্যাতত্ত্ব (Demography), সমাজ-

মনোবিজ্ঞান (Social Psychology), অপরাধবিজ্ঞান (Criminology), পরিবেশ-সমাজবিজ্ঞান (Sociology of Environment), সামাজিক পরিসংখ্যান (Social Statistics), সামাজিক গবেষণাপদ্ধতি (Social Research Methodology), লোকসংস্কৃতি-সমাজবিজ্ঞান (Folk Sociology), শিল্পকলার সমাজবিজ্ঞান (Sociology of Art) ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা বিস্তৃত।

বস্তুত সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় বা পরিধি এখনো চূড়ান্ত নয়। আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের সাথে বাংলাদেশের এবং আফগানিস্তানের সমাজবিজ্ঞানের ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। প্রতিটি সমাজের নিজস্ব প্রেক্ষাপটে সে-সমাজের সমাজবিজ্ঞান-পরিধি বিস্তার লাভ করে। আবার সময়ের অগ্রগতি ও পরিবর্তনে সমাজের পরিবর্তন ঘটে। তখন সমাজবিজ্ঞানের পরিধিও নতুন নতুন বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন- ভারতীয় সমাজে একসময় স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ কৃষি-অর্থনীতি ছিল। ইরফান হাবিবের ‘মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা’, নাজমুল করিমের ‘Changing Society in India, Pakistan and Bangladesh’ গ্রন্থে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এখন এদেশের অর্থনীতি আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সম্পৃক্ত শিল্প-অর্থনীতি। যৌথ পরিবার ক্রমশ একক পরিবারে রূপান্তর লাভ করেছে। এখানে পেশার বহুমুখীকরণ হচ্ছে, গ্রামীণ জীবনে কৃষি-অর্থনীতি ও পেশার বাইরে কৃষি-বহির্ভূত পেশা ও অর্থনীতির বিকাশ হচ্ছে। সমাজের এ অনিবার্য পরিবর্তন সমাজবিজ্ঞানে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। সেজন্যই এখন পর্যন্ত সমাজবিজ্ঞানের পরিধি নির্দিষ্ট কোনো ছকে বাঁধা সম্ভব নয়।

১.১.৫ : সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা

(Importances of Studying Sociology)

সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব ও উপযোগিতা প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলো পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। তাহলেই অনুধাবন করতে অসুবিধা হবে না যে, সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের কাছে আলাচ্যে বিজ্ঞানটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য কত বেশি। সমাজবিজ্ঞানী কিংসলে ডেভিস মনে করেন যে, সমাজবিজ্ঞান পাঠের সামাজিক ও ব্যক্তিগত উভয় ধরনের মূল্যই আছে। এজন্য এর অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়েছে, যদিও বাস্তবক্ষেত্রে বর্ণনামূলক সমস্যা বিদ্যমান। তবুও স্পষ্টতই সমাজবিজ্ঞানের রয়েছে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সুবিধা। আর এ-জন্যই এ-বিজ্ঞানের গ্রহণযোগ্যতা ও ব্যাপক সমর্থন লক্ষণীয়। ডেভিস বলেন : ‘The question of the value of sociology is not a question of whether or not we should have a science but simply a question of how it is actually to be used. Clearly it has both social and individual advantages, and these explain its toleration and support despite the narrative obstacles in its path.’ (Human society, p. 18. অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞানের মূল্য-সম্পর্কিত প্রশ্নটির অর্থ এই নয় যে, আমাদের একটি বিজ্ঞানের

প্রয়োজন আছে কিংবা নেই। আসলে এটির উপযোগিতা নিয়েই বিষয়টি আবর্তিত। সমাজ ও সভ্যতার পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজবিজ্ঞানের আলোচনাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। নিচে সমাজবিজ্ঞান পাঠের উপযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে :

১. **সামাজিক নীতি-নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন :** সমাজজীবনের নিয়ন্ত্রণ তথা সাফল্যের স্বার্থে সমাজবিজ্ঞানের পঠনপাঠন অপরিহার্য। সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সঠিক সামাজিক নীতি-নির্ধারণ এবং তার বাস্তবায়নের উপযুক্ত পস্থা-পদ্ধতি স্থির করা অবশ্যই প্রয়োজন। সমাজবিজ্ঞানের ধারণা এ-ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা প্রদান করতে পারে। সমাজের মৌল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারিত হওয়ার পর তা বাস্তবায়নের প্রকৃষ্ট পস্থা-পদ্ধতির সন্ধান সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। বৈচিত্র্যপূর্ণ ও জটিল সমাজব্যবস্থায় নীতিনির্ধারণ এবং তার বাস্তবায়নের বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন। এ-ক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা খুবই কার্যকর।
২. **মানবসমাজের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ :** একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সমাজবিজ্ঞানের মাধ্যমেই মানবসমাজ সম্পর্কে সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার সূত্রপাত ঘটে। কেননা সমাজবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠার পূর্বে এ-বিষয়ে তেমন বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হয়নি। এদিক থেকে বিচার করলে সমাজবিজ্ঞানই মানবসমাজকে মুখ্য বিষয় হিসেবে গণ্য করে এর বিজ্ঞানসম্মত বিচার-বিশ্লেষণের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। মানবসমাজ ও মানবজাতির সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সমাজবিজ্ঞান সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারে। আধুনিক সমাজবিজ্ঞান বিশ্বের বিরাজমান সমস্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে। এ-ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।
৩. **মানবসমাজ-সম্পর্কিত জ্ঞানের প্রধান উৎস :** সমাজবিজ্ঞানে সামাজিক সমস্যাদি সম্পর্কে সম্যকরূপে অবহিত হওয়া যায়। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের পারিপার্শ্বিক সমস্যাবলি হলো সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু। সমাজবিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমে সমাজবদ্ধ মানুষ তার নিজের সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারে। সমাজবিজ্ঞানে সামাজিক সংগঠন, সামাজিক সমস্যা, সামাজিক রীতি-নীতি, মানবিক সম্পর্ক, এবং মানবসংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়। বস্তুত, মানবসমাজ সম্পর্কে জ্ঞানের সুস্পষ্ট সূত্রই হচ্ছে সমাজবিজ্ঞান।
৪. **ব্যক্তির বিকাশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পাঠ :** সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির নানাবিধ স্বার্থ চরিতার্থ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সুতরাং, সুস্থ ও সুন্দর জীবন-যাপনের লক্ষ্যে এ-সকল প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অনুশীলন আবশ্যিক। বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান কীভাবে মানুষের উপকারে আসে এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো কীভাবে ব্যক্তির সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করতে পারে সে-সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করে। প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো পরিবার, সম্পত্তি, রাষ্ট্র, ধর্ম, শিক্ষা ও আইন ইত্যাদি। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক কার্যাবলি অব্যাহত থাকে। ব্যক্তির উপর এসকল প্রতিষ্ঠানের প্রভাব

অপরিসীম। সেজন্যই বলা হয় ব্যক্তির বিকাশে সমাজবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পাঠ করে।

৫. **আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন :** সমাজবিজ্ঞান পাঠ করলে যে-কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রেক্ষাপটে উক্ত সামাজিক বিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব সর্বাধিক। পরিবর্তনের গতি-প্রকৃতি অনুধাবনের মাধ্যমে সমাজব্যবস্থার উপর তার প্রভাব নির্ণয় করা যায়। আবার সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে পরিবর্তনের গতিধারাকে প্রয়োজন অনুসারে নিয়ন্ত্রণও করা যায়। এসব ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা ও অনুশীলন অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজবিজ্ঞানের আলোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের সাহায্যে প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন আনয়ন করে ব্যক্তির কল্যাণ সাধন সম্ভব।
৬. **সমাজের উপলব্ধি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন :** উল্লিখিত ক্ষেত্রেও সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়। মানুষের সমাজ হলো একটি অত্যন্ত জটিল ব্যবস্থা। সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান ব্যতিরেকে এই জটিল ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভ করা দুরূহ ব্যাপার। তাছাড়া, সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানও প্রায় অসম্ভব। এ-ক্ষেত্রে একমাত্র সমাজবিজ্ঞানের ধারণাই কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। সমাজবিজ্ঞানে মানবসমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা এবং উন্নয়নের জন্য নানা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। জনকল্যাণমূলক যে-কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান অবশ্যই অপরিহার্য। আসলে মানবসমাজ এবং সমাজ, ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না-থাকলে সামাজিক ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নীতি-নির্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জনসংখ্যা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা। উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য পরিবার পরিকল্পনার কথা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু কেবল অর্থনৈতিক ও আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনাকে ফলপ্রসূ করা যাবে না। পরিবার পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের জন্য মানুষের প্রচলিত মূল্যবোধ, চিরাচরিত ধ্যান-ধারণা, বিদ্যমান প্রথা-পদ্ধতি সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠভাবে সমাজতাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণ অত্যাাবশ্যক।
৭. **সামাজিক সমস্যার সূত্র অনুসন্ধান :** বর্তমান বিশ্ব ও বিশ্ববাসী বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় জর্জরিত। এ-সকল সমস্যার সমাধান আবশ্যিক। এজন্য মানবসমাজের বিজ্ঞানসম্মত পর্যালোচনা অত্যন্ত প্রয়োজন। সামাজিক সমস্যা ও সংকটের পেছনে কোনো-না-কোনো কারণ বিদ্যমান। সমাজবিজ্ঞানে বস্তুনিষ্ঠ অনুশীলনের মাধ্যমে এ-সকল সমস্যার স্বরূপ নির্ধারণ ও সমাধান সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান সম্ভব। মানব-সম্পর্ক, মানব-সংস্কৃতি, সর্বোপরি মানবজাতির যাবতীয় বিষয়ে অনুসন্ধান অত্যাাবশ্যক। এ-ধরনের অনুসন্ধানের মাধ্যমে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করা তথা এর উন্নয়নের উপায় খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। অতএব সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্ব কোনোভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই।
৮. **বিচ্যুতি ও অপরাধ সম্পর্কে ধারণা অর্জন :** সামাজিক সমস্যা অনুধাবনের জন্য সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন অপরাধের